দৈনিক বাংলা

83

তারিখ ... ২০।১১।৭৭

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ১

শিক্ষক-ধর্মঘট

বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি সোমবার থেকে দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছে। গত নয় মাস ধরে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ন্যায্য দাবী আদায় করতে ব্যর্থ হয়েই শিক্ষকরা এই ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা জানিয়েছেন।

আমাদের দেশের শিক্ষকদের অবস্থা যে খুব ভাল নয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। যথোপযুক্ত বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য অনেক সুযোগ-সুবিধাই তাঁরা পান না। অথচ তাঁদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। জাতিকে গড়ে তোলার আলোকিত করার দায়িত্ব তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন এই আশা করা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের অবস্থা যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত নাও হতে পারেন। এখানেই শিক্ষকদের দাবী-দাওয়াগুলি বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে।

তবে শিক্ষকরা ধর্মঘটের পথ বেছে নেয়ায় ছাত্রদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করছি। এমনিতেই আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে একটা না একটা গোলযোগ যেন লেগেই থাকে। কখনো সরকারী কলেজের শিক্ষকরা ধর্মঘট করেন, কখনো বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা করেন আবার কখনোবা ছাত্ররা। তাছাড়া অন্যান্য বিশৃংখলাও রয়েছে যার জন্যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দেয়া নেয়ার পর্বটি যেন ক্রমেই গৌণ হয়ে আসছে। পড়াশুনা হয় না, ক্লাস হয় না, সময়মত পরীক্ষাও হয় না। এজন্যে শুধু যে শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয়, সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে যাতে এ ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি না হয় তা দেখার দায়িত্ব কারো একার নয়। এ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শিক্ষকদের এবং ছাত্রদের সকলেরই। তাঁদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ শিক্ষার উপযুক্ত থাকতে পারে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবো তাঁরা যেন শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন।